দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

004

শিক্ষাঙ্গন

উপজেলায় ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষ এসব ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন মনে হচ্ছে। অন্যান্য পরীক্ষা ছাড়াও দেশের স্নাতক পরীক্ষা নিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন মহল নানা আলোচনা-সমালোচনা করতে শুরু করেছেন। একটি আন্তর্জাতিক ডিগ্রী অর্জন করতে হলে অর্জনকারীকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানের জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে একথা হাত উচু করে আঙুল দেখিয়েই বলা যায়।

এর আগে ডিগ্রী পরীক্ষা জেলা সদরেই অনুষ্ঠিত হতো। অল্পদিন হয় তা উপজেলা পর্যায়ে পৌছেছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব কেন্দ্রের উপর সরাসরি কোন আয়ত্ত রাখতে পারছেন না এবং প্রত্যন্ত এলাকায় পরীক্ষা কেন্দ্র থাকায় তা এখন প্রায়ই প্রশাসনহীন নকলের আড্ডাখানা হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।

শিক্ষার শতকরা হার বাড়াতে গিয়ে আমরা যদি আদর্শ, সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সুশিক্ষাকেই জলাঞ্জলি দেই, তাহলে বিশ্বের মানচিত্রে দেশের শিক্ষার হার বাড়লেও প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় চরিত্রের বা অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে কি?

শুধু উপজেলা পর্যায়ই নয়, বেসরকারী কলেজেও ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র দেয়া হয়েছে।

বেসরকারী কলেজগুলোতে ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র দেয়ায় স্থানীয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন অমান্য করে খেয়াল-খুশীমত পরীক্ষার হলে যাতায়াত করেন এবং অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের অকথ্য ভাষায় গালামালি করেন এবং নকল করার সন্দেহে বহু ভাল নিরপরাধ ছত্র-ছাত্রীদের অহেতুক বিরক্ত ও অসম্মানিত করেন। আবার স্বজনপ্রীতিরও অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বেসরকারী কলেজগুলোর শিক্ষকবৃন্দকে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা একেবারেই গুরুত্ব দেন না।

এমনি আরো বহুবিধ কারণের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হচ্ছে।

উপজেলা পর্যায়ে পরীক্ষা কেন্দ্র দেয়া গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক ব্যয় কিছুটা কমলেও বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে তা পরিহার করে জেলা শহরের সরকারী কলেজগুলোতে তা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

এতে করে নকলের প্রবণতা কমবে এবং পড়াশুনার মাত্রা বাড়বে। ফলে সত্যিকার শিক্ষিত হয়ে পাসের হার নিঃসন্দেহে বাড়বে— যা আমাদের ক্ষয়িষ্ণু জাতির জন্য একান্ত প্রয়োজন।

—ইকবাল বাহার সিদ্দিকী